প্রথম আলো
মঙ্গলবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১২

নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে চলছে শামুক-ঝিনুক আহরণ

টেকনাফ (কক্সবাজার) **প্রতিনিধি**

নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে কক্সবাজারের টেকনাফ উপকূল থেকে শামুক-ঝিনুক আহরণ করে তা দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করা হচ্ছে। অগ্রিম টাকা দিয়ে স্থানীয় কয়েক শ নারী ও শিশুশ্রমিককে এ কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। এতে হুমকির মুখে পড়েছে উপকূলের পরিবেশ।

পরিবেশ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯৫ সালে উপকূল ও জলাভূমির জীববৈচিত্র্য রক্ষায় কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত প্রায় ১২০ কিলোমিটার উপকূলীয় এলাকাকে সংকটাপন্ন ঘোষণা করে এসব এলাকা থেকে শামুক, ঝিনুক, বালু ও পাথর উত্তোলন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু এ নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে একটি চক্র শামুক-ঝিনুক আহরণ অব্যাহত রেখেছে।

টেকনাফ উপকূল

সরেজমিনে দেখা গেছে, শামুক-ঝিনুক আহরণের পর উপকূলীয় এলাকার ঝাউবাগান ও জঙ্গলে বড় বড় স্তূপ করে রাখা হয়েছে। সৈকতে শামুক-ঝিনুক সংগ্রহে ব্যস্ত শিশু আবদুল জলিল (১১) ও জোহরা বেগম (৩৫) জানান, শামুক-ঝিনুক আহরণের জন্য ব্যবসায়ীরা তাঁদের দাদন দিয়েছেন। এগুলো আহরণ করে তাঁরা সংসারের খরচ জোগান। তাঁদের মতো উপজেলার কয়েক শ নারী ও শিশু টেকনাফের কচুবনিয়া, মহেশখালিয়াপাড়া, লম্বরী, তুলাতলি, মিঠাপানিরছড়া, রাজারছড়া, সাবরাংয়ের খুরেরমুখ, কাটাবনিয়া, কচুয়াখালি, হাদুরছড়া, হারিয়াখালি, নয়াপাড়া, ঘোলাপাড়া, জালিয়াপাড়াসহ উপকূলীয় বিভিন্ন এলাকা থেকে শামুক-ঝিনুক সংগ্রহ করছেন। পাচারকারী চক্র অগ্রিম টাকা দিয়ে নারী ও শিশুশ্রমিক নিয়োগ করে শামুক-ঝিনুক আহরণ করে ট্রলারে করে তা সমুদ্রপথে পাচার করছে। এ ছাড়া সড়কপথেও দেশের বিভিন্ন স্থানে এগুলো পাচার করা হচ্ছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর টেকনাফ কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, শামুক-ঝিনুক আহরণে জড়িত এই চক্রে অর্ধশতাধিক সদস্য রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁরা হলেন: সেন্ট মার্টিন দ্বীপের নূরে আলম, মবিয়া খাতুন, শাহপরীর দ্বীপের মো. ইসলাম, দীন মোহাম্মদ, নয়াপাড়ার মোহাম্মদ হাশেম, কাটাবনিয়ার আমির আহমদ, গোদারবিলের ছিদ্দিক আহমদ, লম্বরীর সিরাজ মিয়া, কচ্ছপিয়ার আবুল কালাম, মোহাম্মদ ইলিয়াস ও তুলাতুলির হাফেজ আমির আহমদ।

অভিযোগ অস্বীকার করে দীন মোহাম্মদ, মোহম্মদ হাশেম, আমির আহমদ ও মোহাম্মদ ইসলাম বলেন, তাঁরা শ্রমিক নিয়োগ করে সৈকত এলাকা থেকে শামুক-ঝিনুক আহরণে লিপ্ত নন। তবে শামুক-ঝিনুক কিনে চুন ও মুরগির খাবার তৈরির কথা স্বীকার করেছেন তাঁরা।

পরিবেশ অধিদপ্তরের টেকনাফের প্রশাসনিক সহকারী কর্মকর্তা সাহিদ আল শাহীন বলেন, সাগরের পানি পরিষ্কার করা ও বালুচর গঠনে শামুক-ঝিনুকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কয়েক দিন আগে ৪১ বস্তা শামুক-ঝিনুক জব্দ করে সাগরে ফেলা হয়েছে।

উপকূলীয় বন বিভাগের টেকনাফ রেঞ্জ কর্মকর্তা সিরাজ উদ্দিন বলেন, শামুক-ঝিনুক আহরণকারী ওই চক্রের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. সামসুল ইসলাম বলেন, উপকূলীয় এলাকার সমুদ্রসৈকতের বিভিন্ন স্থানে শামুক-ঝিনুক আহরণকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।